রেজিষ্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা
কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বুধবার, ডিসেম্বর ১৫, ১৯৯৯

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বিদ্যুৎ, জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়

জ্বালানী ও খনিজ সম্পদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ১লা পৌষ ১৪০৬/১৫ই ডিসেম্বর ১৯৯৯

এস, আর, ও নং ৩৬৩-আইন/৯৯—খনি ও খনিজ সম্পদ (নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন) আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ৩৯ নং আইন) এর ধারা ৪ এর সহিত পঠিতব্য, ধারা ৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে সরকার The Mines and Minerals Rules, 1968 এর নিম্নরূপ অধিকতর সংশোধন করিলেন, যথাঃ—

উপরি-উক্ত Rules এর—

(১) rule 55D এর sub-rule (2) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-rule (2) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথাঃ—

"(2) The lessee shall submit quarterly return for the period from January to March by 10th April, for the period from April to June by 10th July, for the period from July to September by 10th October, of the relevant calendar year, and for the period from October to December by 10th January of the next calendar year, in the form specified by the Director.";

মূল্যঃ টাকা ১.০০

(২) rule 55E এর sub-rules (1) ও (2) এর পরিবর্তে নিম্নরূপ sub-rules (1) ও (2) প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"(1) The lessee shall pay royalty, on quarterly production return basis, for the period from January to March by 30th April, for the period from April to June by 30th July, for the period from July to September by 31st October, of the relevant calendar year, and for the period from October to December by 31st January of the next calendar year, at the rates mentioned in the Eleventh Schedule for minerals extracted and shall submit a copy of the treasury challan in original to the Director showing payment of such royalty.

(2) In case of non-payment of royalty on or before the date mentioned in sub-rule (1), the quarry lease shall be liable to be cancelled under rule 57.";

(৩) rule 60 এর sub-rule (1) এর clause (l) এর পর নিম্নরূপ clause (m) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(m) for violation of rule 55E, a penalty of fine which shall not be less than taka 20,000 (twenty thousand) and which may extend up to taka 1,00,000 (one hundred thousand)."।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে
ডঃ তৌফিক-ই-ইলাহী চৌধুরী, বীবি
সচিব।

মোঃ আবদুল কাদির সরকার (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আমিন জুবেরী আলম, উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরমস্ ও প্রকাশনী অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।